পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিসের মন্তব্য

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল -- বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মিজ্ প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস আজ (বৃহস্পতিবার) রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদের কাছে পরিচয়পত্র প্রদানকালে যে বক্তব্য পেশ করেন, তার পূর্ণ বিবরণ নিচে দেয়া হল:

মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এখানে এসে আমি যে উষ্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছি, সেজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আথিতেয়তার জন্য বাংলাদেশীদের যে সুখ্যাতি রয়েছে, সেটা তারা আবার প্রমাণ করেছে। আমি এখানে পৌঁছোনোর পর থেকেই তা অনুভব করছি।

আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিশাল দুরত্ব সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক অভিন্ন মুল্যবোধ। এসব মুল্যবোধের মধ্যে রয়েছে পরিবার, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন।

বাংলাদেশে বিগত বছরের কিছু ঘটনা এটাই দেখিয়েছে যে জঙ্গীবাদী সহিংসতা আমাদের সবার জন্যই একটি হুমকি। আমি জানি যে এই সব চরমপন্থীরা বাংলাদেশী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ এই সমাজ তার বৈচিত্র্য এবং সহনশীলতার জন্য সুবিদিত। সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেজন্য বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে যেমনটি বাংলাদেশী সমাজ সুস্পষ্টভাবে গর্ব করতে পারে জঙ্গীবাদকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য । যেকোন ভাবে আপনাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

একটি নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রেখেছে সেজন্য আমি আপনাদের প্রশংসা করছি। সর্বসাম্প্রতিক সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়াটা সময়োচিত হয়েছে কারণ ব্যাপকতর আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিরক্ষা কর্মসূচীতে আপনাদের অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে ভূমিকা রেখেছে।

গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয়েরই রয়েছে দৃঢ় অঙ্গীকার। গণতন্ত্র শুধুমাত্র নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারও গণতন্ত্রের

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানব পাচার রোধের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের দুটি দেশই নাগরিকদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিতে চায় এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকার ও ব্যবসায় সম্প্রদায়কে বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে কাজ করতে দিতে আগ্রহী।

শিক্ষার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সুগভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। শিক্ষা কেবল ব্যক্তি বিশেষকে পরিপূর্ণ এবং ফলপ্রসু জীবন যাপনের জন্য উন্নততর সুযোগ কাজে লাগানোর পথ করে দেয় না, শিক্ষা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বালক এবং বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার আঞ্চলিক নেতা। কারণ একটি শিশুর প্রারম্ভিক বছরগুলোই হচ্ছে তার মেধা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) কর্মসূচী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাকে যথাযথ সমর্থন প্রদানের লক্ষ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আমার কার্যকালে আমি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজিত বর্তমান সম্পর্ক শক্তিশালী, সম্প্রসারণ, এবং গভীরতর করার জন্য কাজ করব যে সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের অভিন্ন প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে রচিত। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, গণতন্ত্র শক্তিশালী করা, দারিদ্র হ্রাস এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*